দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 10.4.84 ...
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 3 ...

00 020

রাজপুরের এ স্থানে রাখা প্রধান শিক্ষকের চেয়ারটি স্কুলের স্বাক্ষর বহন করছে

একদা এখানে একটি স্কুল ছিল—

(সংবাদদাতা)

দাউদকান্দি (কুমিল্লা), ৭ই এপ্রিল।— দাউদকান্দি উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এক করুণ অবস্থা বিরাজ করছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসার নেই। ১শ ৩০টি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর পদ শূন্য পড়ে আছে।

অনেক স্কুলের আসবাবপত্র নেই। বেড়া নেই। ছাদ নেই। আবার কোন কোন স্কুলের ভিটি ছাড়া কিছুই নেই। গাছতলায় খড়কুটার উপর বসে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা করতে হয়।

উপজেলা শিক্ষা অফিসারের পদটি দীর্ঘদিন থেকে শূন্য পড়ে আছে। গত অক্টোবর মাসে ১শ ২০ জন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের ব্যাপারে নানা অভিযোগের প্রেক্ষিতে শিক্ষা অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেফতার ও চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। সে সময় থেকে শিক্ষা অফিসারের পদটি শূন্য পড়ে আছে।

অপর দিকে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের ব্যাপারটিও পাথরচাপা পড়ে গেছে।

এই উপজেলার ১শ ৭১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশগুলোর ছাদ, দরজা-জানালা ও বেড়া নষ্ট হয়ে গেছে। আসবাবপত্রের অবস্থা আরো করুণ। অনেক বিদ্যালয়ে খড়কুটায় বসেও শিক্ষার আলো দান করা হচ্ছে।

চারটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘরই নেই। রাজারামপুর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘরটি দেড় বছর থেকে নেই। ১৯৮২ সালে ঝড়ে বিদ্যালয় ঘরটি পড়ে যায়। সেই থেকে আর পুনর্নির্মাণ করা হয়নি। এই বিদ্যালয়টি এর আগেও একবার পড়ে যায়। গ্রামবাসীরা চাঁদা করে নির্মাণ করেন। কিন্তু এবার আর তাদের নির্মাণের সামর্থ্য নেই। এখানে কয়েকশ ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তাদের লেখাপড়া চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে।